দৈনিক
ইত্তেফাক

কাঠামোগবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে মতবিনিময়

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ছাড়া এ পদ্ধতি চালু করলে শিক্ষা ব্যাহত হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির পক্ষে অবস্থান নিলেও ২০১০ সালে এ পদ্ধতি চালুর ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা। তারা বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে এ পদ্ধতির বিকল্প নেই কিন্তু শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও পাঠ্য পুস্তকে বিস্তারিত তথ্য না দিয়ে এ পদ্ধতি চালু করলে তা দেশের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে। শিক্ষাবিদরা বলেছেন, নতুন কোন পদ্ধতি চালু করতে গেলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন কিন্তু ঐ পদ্ধতি নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করা হয়নি। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা পদ্ধতি গ্রহণে শংকিত হয়ে পড়েছেন। তারা এ মুহূর্তে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন না করে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে চালু কারার দাবি জানান।

মঙ্গলবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্টের (এসইএসডিপি) উদ্যোগে সংস্কার পদ্ধতি নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা এই মত দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, সভার মতামত পর্যালোচনা করে অচিরেই এ পদ্ধতির বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কে এম আওরঙ্গজেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিঞা, অধ্যাপক ড. এমাজ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক শমসের আলী, অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক ড. ইব্রাহিম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক সেলিনা আক্তার জাহান, অধ্যাপক আলী আসগর, অভিভাবক ফোরামের আহবায়ক এ্যাডভোকেট আবেদ রাজা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম, এনসিটিবির চেয়ারম্যান মোঃ মছির উদ্দিন, এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক এমএন সিদ্দিকসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, এ পদ্ধতি চালুর আগে আরো আলোচনা করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে এক এক পরীক্ষার্থী এক এক রকম উত্তর দেবে। ফলে নম্বরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কোন কাজ হবে না।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, এ পদ্ধতি চালু করা নিয়ে বেশি সময়ক্ষেপণ করা ঠিক হবে না। তবে এখনই চালু করলেও সমস্যা হতে পারে।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, ২০১০ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এ পদ্ধতি চালু করা